২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে অর্জিত সাফল্য সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন

উপ খাতঃ প্রাণিসম্পদ

কৃষি প্রধান জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা এবং স্মৃতিশক্তি বিকশিত মেধা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য খাত হলো প্রাণিসম্পদ উপখাত। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৭৩ (প্রাক্কলিত) শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.১০ (প্রাক্কলিত) শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.০৯ ভাগ (প্রাক্কলিত)। তাছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ২৯,৮৮৭ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত) যা বিগত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২২২০ কোটি টাকা বেশী। (সূত্র: বিবিএস ২০১৪-১৫)। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লালন পালনে চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ, পুষ্টি পরামর্শ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করে থাকে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ বর্ণিত হলো ঃ

ঊ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ঃ

- ঊ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি দুগ্ধ খামারে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৮৮ লিটার ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে ৬৯৬ কোটি ৮০ লক্ষ লিটার, মোট ৬৯৬ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৮৮ লিটার তরল দুধ; সরকারি হাঁস-মুরগি খামারে ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৩৮টি ও বেসরকারি খামারে ১০৯৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টি, মোট ১০৯৯ কোটি ৫২ লক্ষ টি ডিম এবং ৫৮.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস উৎপাদিত হয়েছে।
- ঊ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় দুধের উৎপাদনে ৮.৮ লক্ষ টন, মাংসের উৎপাদনে ১৩.৪ লক্ষ টন এবং ডিমের উৎপাদনে ৮২৭২ লক্ষটি বেশী।
- ঊ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মাথাপিছু দুধ, মাংস ডিমের প্রাপ্যতা যথাক্রমে ১২২ মিলি/দিন, ১০২.৬২ গ্রাম/দিন এবং ৭০.২৬টি/বছর।
- ঊ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে "বীফ ক্যাটেল উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে মাংসল জাতের গরু উৎপাদন এবং দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে "মহিষ উন্নয়ন" প্রকল্প চলমান আছে।
- ঊ ইতোমধ্যে দেশে ১৫০০টি ব্রাহমা সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে, যাদের দৈনিক ওজন বৃদ্ধি দেশীয় জাতের চেয়ে বেশী।

ঊ সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ঃ

- ঊ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামার সমূহে ২২ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৫৩টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা, ৪৯৯টি বাছুর, ১ হাজার ১৮৫টি ছাগীর বাচ্চা, ০৫টি মহিষ শাবক উৎপাদিত হয়েছে।
- ঊ ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮২০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামার উন্নয়ন, ৪৫টি উপজেলায় কন্ট্রাক্ট গ্রোয়িং খামার উন্নয়ন, দরিদ্র ভেড়া খামারীদের শেড নির্মাণ ও পুরস্কার বিতরণ বাবদ ৫৯.১১ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ঊ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর মূল্যায়নে ছাগল পালনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ স্থান এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে।

ঊ গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন ও জাত উন্নয়ন ঃ

- ঊ কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মযজ্ঞ। বর্তমানে সাভারস্থ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যাপী ৩৬৫২ টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ১১ লক্ষ ২৯ হাজার ২২২ ডোজ তরল ও ২১ লক্ষ ২০ হাজার ৯২৬ ডোজ গভীর হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়।
- একই সময়ে ১৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০৬ ডোজ তরল সিমেন ও ২৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৪৩৮ ডোজ গভীর হিমায়িত সিমেন উৎপাদন হয়েছে।
- এছাড়া একই সময়ে ২৮৫টি মহিষে গভীর হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন এবং ১ হাজার ৯৬০টি ছাগীকে প্রাকৃতিক প্রজনন সেবা দেয়া হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই প্রজনন সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ করে থাকে।
- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের নিমিত্তে পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের জন্য "ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেষ্ট" প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রোজেনী টেষ্টেড বুল উৎপাদন করেছে।

পশুপাখির রোগ প্রতিরোধক টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ ঃ

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে গবাদিপশুর তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ, পিপিআর, জলাতংক, গোট পক্স, এই ০৭ প্রকারের এবং পোল্ট্রির রানীক্ষেত, বাচ্চার রানীক্ষেত, মুরগির বসন্ত, মুরগির কলেরা, হাঁসের প্লেগ, পিজিয়ন পক্স, গামবোরো, মারেক্স, সালমোনেলা, এই ০৯ প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গবাদিপশুর জন্য ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬৪২ ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৭ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০০ ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।
- একই সময়ে উৎপাদিত ও পূর্বের মজুত থেকে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২৫৪ ডোজ গবাদিপশুর ও ১৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৭০ ডোজ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে।
- টিকা উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য "টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ" প্রকল্প চলমান আছে।
- এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১৭টি এনিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশন এর কার্যক্রম চালু হয়েছে।

পশুপাখির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান ঃ

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন ৪৮৯ টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ১০ টি মেট্রোপলিটন প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ৬৪ টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৭ টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১ টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল ও ০১ টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার থেকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৬৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৪২ টি গবাদিপশু এবং ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭০৬ টি হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে "উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৫৯টি উপজেলায় স্থাপন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান ঃ

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশুখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরীর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
- এছাড়াও নির্বাচিত ২২টি বৃহত্তর জেলায় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার হতে পশুখাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবাদিপশু-পাখির সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সেবা সহায়তা দেয়া হচ্ছে।
- আরও নতুন ৪০টি প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার স্থাপন ও বর্তমানের চালু গবেষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ২টি প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ

- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১১ লক্ষ ৪ হাজার ৫৩২ জন (বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক) কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খাদ্য বিক্রেতা ও ঘাস চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৮.৮ শতাংশ বেশী।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঃ

- ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারী কলেজে ৫ বছর মেয়াদি ভেটেরিনারি গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে শুরু হয়েছে। ২০১৪-১৫ শিক্ষা বর্ষে মোট ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে।
- "সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রসারে নতুন একটি সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান আছে।
- এছাড়াও প্রাণিসম্পদ খাতে সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এষ্টাব্লিসমেন্ট অব ইনাষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি' প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, খুলনা, গাইবান্ধা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নেত্রকোণা জেলায় ১টি করে মোট ৫টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনাষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি শিক্ষা বর্ষে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাণিসম্পদের উপর ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়ন করতে পারবে।

আই সি টি উন্নয়ন ঃ

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি (www.dls.gov.bd) চালু রয়েছে । অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে।
- কৃষক খামারীগণ অতি সহজে তাদের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য জন্য ফ্রি ১৬৩৫৮ নম্বরে যে কোন মোবাইল থেকে এসএমএস পাঠিয়ে পরামর্শ সেবা পেতে পারেন।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এই সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

পশুখাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে গৃহিত কার্যক্রম ঃ

- পশুখাদ্যে ভেজাল রোধের জন্য ইতোমধ্যে মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন এবং পশুখাদ্য বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় মোট ৬৭টি অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করেছে। উক্ত অভিযানে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৮০০ কেজি পশুখাদ্য জব্দ, ১৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ টাকা জরিমানা আদায় ও ৪৫ হাজার ৩০০ কেজি ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্ট করা হয়েছে।
- একই সময়ে পশুখাদ্যে ভেজাল প্রদানের দায়ে ৩২ ব্যক্তির বিরূদ্ধে মামলা করা দায়ের করা হয়েছে।
- পশুখাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রনের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ হাজার ৩৯৬টি সভা/সেমিনার, ৩০ টি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রচার, ৭২টি রেডিও/টেলিভিশন বিজ্ঞাপন প্রচার, ৫৬৯টি স্থানে মাইকিং, ১৫২টি স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, ৫৪ হাজার ১৫৬টি লিফলেট বিতরণ ও ২৪ হাজার ১৬৮জন স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব আয় ঃ

- রোগ প্রতিরোধক টিকাবীজ বিক্রয়, কৃত্রিম প্রজনন ফি, ফার্ম ও কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রেশন ফি, চিড়িয়াখানা ও সরকারি খামারসমূহ হতে আয় এবং টেন্ডারসহ অন্যান্য খাত থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।
- এই আয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের তুলনায় ৬৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা বেশী।

প্রাণিসম্পদ উদ্ভুত রপ্তানী আয় ঃ

- রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে তৈরী পোষাক ও হিমায়িত চিংড়ী রপ্তানীর পরই অবস্থান চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের। প্রতিবছর বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে যা মূলত প্রাণিসম্পদ উদ্ভুত।

- চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের পাশাপাশি অধুনা মাংস ও মাংসজাত কারি রপ্তানী শুরু হয়েছে।
- ২০১৩ থেকে ২০১৫ অর্থ বছরে দুবাই, কুয়েত, কোরিয়া ও মালদ্বীপে মোট ২০০২৮৮.৮০ কেজি মাংস ও মাংসজাত কারি রপ্তানী হয়েছে।